বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৫৯২

তারিখঃ ০৭ পৌষ ১৪২২ / ২২ ডিসেম্বর ২০২০

পরিপত্র-১০

বিষয়: পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণকল্পে কতিপয় নির্দেশনা

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সারা দেশে ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে মাননীয় নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায় ২৮ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ও দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভায় ১৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ০২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে এবং তৃতীয় ধাপে ৬৪ টি পৌরসভায় ৩০ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সময়সূচি ঘোষণা করেছেন। অবশিষ্ট পৌরসভা নির্বাচনের সময়সূচি পর্যায়ক্রমে একাধিক ধাপে ঘোষণা করা হবে। নির্বাচন কমিশন পৌরসভা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবে:

০২। **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্য কোনভাবে অক্ষম ভোটারের ভোটদানঃ** যদি কোন ভোটার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী অথবা অন্য কোনভাবে এমন অক্ষম হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে ভোটদান করতে পারবেন না, তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার তাকে কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমিত প্রদান করতে পারবেন এবং তিনি উক্ত সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সাহায্যে ভোট প্রদান করতে পারবেন। তবে উক্ত সহায়তাকারী কোন অবস্থাতেই প্রার্থী বা তাঁর নিযুক্ত এজেন্ট হতে পারবেন না।

০৩। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক যানবাহন ব্যবহার:** ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় বিভিন্ন ধরণের যানবাহন ও নৌযান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা সম্বলিত পত্র জারি করা হচ্ছে। তবে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম তদারকি/পর্যবেক্ষণের স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনি এজেন্টগণের ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় যানবাহন ব্যবহারের নিমিত্ত নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় প্রত্যেকে একটি করে গাড়ী/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। মেয়র প্রার্থী এবং তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট গাড়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তিনি এবং ড্রাইভার গাড়ীতে আরোহন করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীও একটি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট গাড়ী ব্যবহার করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী নিজে এবং ড্রাইভার গাড়ীতে আরোহন করতে পারবেন। সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট কোন গাড়ী ব্যবহার করতে পারবেন না।

তবে মেয়র প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কর্তৃক ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় গাড়ী ব্যবহারের জন্য আবেদন করলে রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত শর্তাধীন গাড়ী /যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। উল্লিখিত গাড়ী ব্যবহারের নিমিত্ত রিটার্নিং অফিসার গাড়ীর নম্বর ও ড্রাইভারের নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করত প্রার্থীত পদে উল্লিখিত শর্তাধীনে গাড়ী/যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। গাড়ী/যানবাহন ব্যবহারকারী প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিটি গাড়ীতে একটি করে ''প্রার্থী'' বা ''নির্বাচনি এজেন্ট'' সম্বলিত স্টীকার লাগাবেন। স্টীকারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহৃত স্টীকারের অনুরুপ পৌরসভা নির্বাচনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া অনুমতি পত্রটিও প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টের সাথে রাখতে হবে। উল্লিখিত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে। নির্বাচনি এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ছবিসহ পরিচয়পত্র বুকে ঝুলিয়ে রাখবেন।

০৪। **বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে প্রচারণাঃ** লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পৌরসভা নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্মী সভা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ উপস্থিত হয়ে বিভিন্নভাবে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। সুষ্ঠু ও অবাধ নিবাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে বা আড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রকারান্তরে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো বা অনুষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার হতে বিরত থাকার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বিষয়টি আপনি সম্ভাব্য পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জানিয়ে দিবেন।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

০৫। **বহিরাগতদের অবস্থান নিষিদ্ধঃ** পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটগ্রহণ শুরুর ৩২ ঘন্টা পূর্বে যারা পৌরসভা এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার নন তারা পৌরসভা এলাকায় থাকতে পারবেন না মর্মে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে এলাকায় মাইকিং এর ব্যবস্থা করে বিষয়টি সকলকে জানিয়ে দিবেন।

০৬। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিবিড় টহলদানঃ** ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন, সেজন্য নিশ্চয়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমান ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৭। **নির্বাচনি প্রচারণা বন্ধঃ** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৪ বিধি অনুসারে ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ ঘন্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮.০০টা হতে মধ্যরাত ১২.০০ টা পর্যন্ত এবং ভোট গ্রহণের দিন রাত ১২.০০ টা হতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা সেখানে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করতে বা সেখানে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংগঠিত করতে বা সেখানে যোগদান করতে পারবেন না। এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক রিটার্নিং অফিসারগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৮। **পৌরসভা এলাকায় যানবাহন ও নৌযান চলাচলে নিষেধাজ্ঞাঃ** পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন মধ্যরাত ১২.০০টা হতে ভোটগ্রহণের দিন মধ্যরাত ১২.০০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকায় পিকআপ ও ট্রাক চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এছাড়া ভোটগ্রহণের ০২দিন পূর্বে মধ্যরাত হতে ভোটগ্রহণের পরের দিন মধ্যরাত পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। নির্বাচনে প্রার্থী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন ও অনুমতিপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচনি এজন্টদের জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। তবে পর্যবেক্ষক ও পোলিং এজন্টদের যানবাহনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত স্টিকার ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় হাইওয়েসমূহের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনসোরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে এতদসংক্রান্ত পৃথক আদেশ জারি করা হবে। পৌরসভার নির্বাচন উপলক্ষে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন মধ্যরাত ১২.০০ টা হতে ভোটগ্রহণের দিন মধ্যরাত ১২.০০টা পর্যন্ত পৌরসভার নির্বাচনি এলাকায় বিশেষ কয়েকটি জলযান যথা- ''লঞ্চ, ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও স্পীডবোট" এর চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। তাছাড়া বন্দর ও জরুরি পণ্য সরবরাহসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এইরূপ নিষেধাজ্ঞা শিথিলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

০৯। **বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন হতে বিরত থাকাঃ** নির্বাচন অনুষ্টানের তারিখের পূর্ববর্তী ০২ (দুই) দিন হতে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) দিন পর্যন্ত যাতে অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ অস্ত্রসহ চলাচল না করেন সেজন্য জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে। এই নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০। **গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করাঃ** গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং কোন প্রকার সহিংসতা বা নীতি বিগর্হিত কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য সতর্ক থাকতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। **ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদানঃ** সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ নির্বাচনি অনিয়ম রোধ এবং তাৎক্ষণিক বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২। **অভিযোগ উত্থাপিত হলে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়াঃ** নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী কর্তৃক লিখিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে তাকে উক্ত নির্বাচনি দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। **ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ দূরত্বের মধ্যে ক্যাম্প স্থাপন না করাঃ** কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কাউকে ক্যাম্প স্থাপন করতে দেওয়া যাবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৫(১)(ঘ) বিধিতে বর্ণিত রিটার্নিং অফিসারের এখতিয়ার ক্ষুন্ন করবে না।

১৪। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশযোগ্য ব্যক্তিগণের তালিকা টাঙ্গানোঃ** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৩০ বিধি অনুসারে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার যোগ্য তাদের একটি তালিকা ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ পথে বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে সকলের অবগতির জন্য টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

১৫। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নির্বাচনি সামগ্রী পৌঁছানোঃ** ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসারগণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্বরিৎভাবে ভোটকেন্দ্র হতে ভোটগণনা বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি সামগ্রী রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে হবে।

১৬। **ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ব্যালট পেপার ও খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদর্শনঃ** ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত আধঘন্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণকে খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স দেখিয়ে সীল/লকের নম্বর উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের লিখে রাখার সুবিধার্থে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সীল/লক করত ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবেন এবং একইভাবে ভোটকেন্দ্রের জন্য যত ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়েছে তা উপস্থিত সকলকে প্রদর্শনপূর্বক যথানিয়মে ভোটগ্রহণের কাজ শুরু করবেন।

১৭। **বৈধ ভোটের বিবরণী, ফলাফল একীভূত বিবরণী ফরম এবং অন্যান্য ফরমঃ** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের ফরম সরবরাহ করা হবে। তবে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিবরণী ফরম (ফরম-ঞ, ঞ-১ ও ঞ-২) বিধিমালায় প্রদত্ত নমুনা অনুসারে কম্পিউটারে প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রিজাইডিং অফিসারগণকে সরবরাহ করতে হবে। একইভাবে ফলাফল একীভূত বিবরণী ফরম (ফরম-ঠ, ঠ-১ ও ঠ-২) বিধিমালায় প্রদত্ত নমুনানুসারে কম্পিউটারে প্রস্তুত করে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২, ঠ, ঠ-১ ও ঠ-২ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সরবরাহ করা হবে না। এই সকল ফরম ঘাটতি হলে বা নির্বাচন কমিশন হতে সরবরাহকৃত ফরমের পরিবর্তে একই নমুনার ফরম কম্পিউটারে তৈরী করেও ফরমের কাজ চালানো যাবে।

১৮। **ভোটের সংখ্যা কথায় লেখাঃ** ভোটগণনার বিবরণী ফরম-ঞ, ফরম-ঞ-১ এবং ফরম-ঞ-২ এ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা, অবৈধ ভোটের সংখ্যা, বিনষ্ট ব্যালটের সংখ্যা, হারিয়ে যাওয়া ব্যালটের সংখ্যা, বৈধ, অবৈধ, বিনষ্ট এবং হারিয়ে যাওয়া ভোটের মোট সংখ্যা অংকে ও কথায় স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভোট গণনার বিবরণীতে কোনরূপ ঘষামাজা, কাটাছিঁড়া, উপরিলিখন, অনুলিখন, ইত্যাদি করা যাবে না। প্রয়োজন হলে এক টানে কেটে অনুস্বাক্ষর করত নতুনভাবে স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১৯। **অনুপস্থিতির বিবরণ লিপিবদ্ধকরণঃ** যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট ভোটগণনার সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটকেন্দ্রে কোন নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট নিয়োজিত না করেন তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির বিবরণ লিখিতভাবে রেকর্ড করতে হবে।

২০। **ভোটগণনার বিবরণী টাঙ্গিয়ে প্রকাশ করাঃ** প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোটকেন্দ্রেই বিধি বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে ভোটগণনা করবেন। ভোটগণনার পর ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক এর একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে বা দর্শণীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবেন। এক কপি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন। এক কপি নিজের কাছে রাখবেন। এক কপি বিশেষ খামযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন এবং এক কপি প্যাকেটে ভরে সংশ্লিষ্ট বস্তায় রাখবেন।

২১। **ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ভোটগণনার বিবরণীঃ** প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগণনার বিবরণী প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টদের সম্মুখে খুলে সেই ভোটকেন্দ্রের ভোটগণনার বিবরণী পড়ে শোনাবেন এবং সম্ভব হলে এক প্রস্থ (মাষ্টার কপি ছাড়া) ভোটগণনার বিবরণী তার কার্যালয়ের প্রদর্শনী বোর্ডে অথবা দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২২। **ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ভোটগণনার বিবরণী অর্থাৎ ফলাফল বিবরণী প্রেরণঃ** প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোটের ফলাফল বিবরণী চূড়ান্ত করার পর উক্ত ফলাফল বিবরণীর একটি কপি বিশেষ খামের মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে ভোটকেন্দ্র হতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরসমূহ ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২৩। **ফলাফলের সত্যায়িত কপি সরবরাহঃ** নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা শেষে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক উপস্থিত প্রার্থী/এজেন্টকে ভোটগণনার ফলাফল বিবরণীর (যা প্রযোজ্য) সত্যায়িত কপি বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী বিতরণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভোটগণনার বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট এর স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেউ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দস্তখত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা প্রিজাইডিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড রাখতে হবে।

২৪। **বেসরকারী প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে বিভিন্ন প্রতিনিধিকে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানানোঃ** বেসরকারী প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে ''তথ্য/ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে'' উপস্থিত থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা তাহাদের প্রতিনিধিকে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

২৫। **প্রার্থীর উপস্থিতিতে ফলাফল একীভূত করাঃ** প্রিজাইডিং অফিসার প্রদত্ত ''ভোট গণনার বিবরণী'' প্রাপ্তির পর সে মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার উপস্থিত প্রার্থী অথবা প্রার্থীর প্রতিনিধির সম্মুখে ফলাফল একীভূত করবেন।

২৬। **ফলাফল একত্রীভূত করার সময় প্রার্থী/এজেন্টকে অবহিত করাঃ** ফলাফল একত্রীভূত করার সময় প্রার্থী অথবা তাঁর এজেন্টকে উপস্থিত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৭। **একীভূত বিবরণীর অনুলিপি সরবরাহঃ** ফলাফল এর একীভূত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাঁর এজেন্টকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী সরবরাহের স্বীকৃতিস্বরূপ একীভূত বিবরণীর মূলকপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেউ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দরখাস্ত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা রিটার্নিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড করতে হবে।

২৮। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এই সমস্ত নির্দেশনাবলী যেন বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিপালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাতে হবে।

২৯। এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২২/১২/২০২০

(মোঃ আতিয়ার রহমান)

উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

বিতরণ: .....অফিসার
ও
রিটার্নিং অফিসার,.....পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৫৯২

তারিখঃ ০৭ পৌষ ১৪২২ / ২২ ডিসেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১১. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য অনুরোধ করা হলো]
১৬. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) অঞ্চল

১৯. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)

২০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সংশ্লিষ্ট)

২১. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সংশ্লিষ্ট)

২২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)

২৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)

২৪. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)

২৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (অর্থ ও বাজেট/ক্রয় ও মুদ্রণ শাখা/নির্বাচন প্রশাসন/নির্বাচন সহায়তা-১ ও ২), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

২৬. ..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

২৭. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

22/12/2020

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
Email: sasemc1@gmail.com